মদ্যপানে অসুস্থ হয়ে মৃত্যু, গেজেটে ‘জুলাই শহীদ’ সায়মন



সায়মন। ছবি: সংগৃহীত

জুলাই আন্দোলনের শহীদ হিসেবে গেজেটে নাম রয়েছে আল হামীম সায়মনের। ২০২৪ সালের ১৮ জুলাই তার মৃত্যু হয়, এবং মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের জুলাই অভ্যুত্থান শাখার গেজেটে ৮৪৪ জনের তালিকায় ১০৭ নম্বরে তার নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু সম্প্রতি উঠে এসেছে প্রশ্ন, তিনি কি সত্যিই আন্দোলনে শহীদ হয়েছেন নাকি অন্য কারণে মারা গেছেন।

স্থানীয়দের ও পরিবারের তথ্য অনুযায়ী, সায়মন ওই বিকেলে বাসা থেকে বের হয়ে কাকরাইলের নাইটিঙ্গেল বারে যান। সেখানে অতিরিক্ত মদ্যপানের পর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে পৌঁছালে রাত সাড়ে ১০টায় তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়। ময়নাতদন্ত ছাড়াই মরদেহ পরিবার দাফনের জন্য নেন।

সায়মনের বাবা কামরুজ্জামান মামলা দায়ের করেছেন, দাবি করে বলেন, ১৮ জুলাই রামপুরা এলাকায় ছাত্র আন্দোলনে অংশ নেওয়ায় স্থানীয় নেতা-কর্মীরা তাকে পিটিয়ে হত্যা করেছে। প্রতিবেশী ও বন্ধুদের বক্তব্য, সায়মন কখনো জুলাই আন্দোলনে অংশ নেননি; বরং আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন। মৃত্যুর আগে তিনি নিজের ফেসবুক আইডিতে জুলাই আন্দোলনবিরোধী স্ট্যাটাসও দিয়েছেন।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের টিকিটে উল্লেখ করা হয়েছে “Brought In Death. Cause of death will be ascertained after post mortem. H/O Physical Assault।” কিন্তু সুরতহালে কোনো আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। মৃত্যুর পর পরিবারের উদ্যোগে তাকে দাউদকান্দিতে দাফন করা হয় এবং সরকারি সহায়তা হিসেবে ৩০ লাখ টাকা অনুদান দেওয়া হয়।

স্থানীয়দের বরাত দিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সায়মন স্বাস্থ্যগত কারণে দুর্বল ছিলেন এবং এলাকায় সবাই তাকে মায়া করতেন। তিনি আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকলেও আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন না। নিহত হওয়ার দিনও তিনি বন্ধুদের সঙ্গে বার থেকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা রামপুরা থানার উপপরিদর্শক মাসুদ রানা জানিয়েছেন, হত্যার ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করতে তদন্ত চলছে। তবে সায়মনের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিশ্চিত করতে এখনও ময়নাতদন্ত করা হয়নি।